Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৩১ আগস্ট, ২০১৫, সোমবার, ১৩ ভাদ্র, ১৪২২

২৯ আগস্ট প্রয়াণ দিবসে কাজি নজরুলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

২ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হবেন জেলার সর্বস্তরের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ আগস্ট : ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটে সাক্ষী থাকবে বর্ধমান জেলার মানুষ। জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে ২৭ আগস্টে নবান্ন অভিযানে পুলিশের বর্বরতা। চার বছরে সর্বস্তরে নৈরাজ্য, দেড় বছরে কেন্দ্রের দুর্নীতির মুখোশ এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির জেরে অতিষ্ঠ মানুষ। ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিকম, রেল, অসংগঠিত শ্রমিক সবাই আজ আক্রান্ত। কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, যুব, মহিলা কেউ রেহাই পাচ্ছে না দুই সরকারের হাত থেকে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বি সি রোডে সবজি নিয়ে পাইকারি করতে এসেছেন দক্ষিণ দামোদর থেকে রাখি মাঝি এবং নজরুল সেখ। ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলাম—দেখুন আমাদের তো দৈনিক ধর্মঘট। গ্রাম বাংলায় কোনো কাজ নেই। বন্যাত্রাণে দলবাজি। আলু, ধানে লোকসান। বন্যাতে সবজি নষ্ট হয়েছে। ত্রাণের নামে পঞ্চায়েতে দাদারা লুট চালালো। তাই এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রকে সমঝে দিতে চাই। আর যেভাবে যানজটের নামে বাবুদের আরামের জন্য বাসগুলো এদিক-ওদিক করে দিয়েছে তাতে একটা প্রতিবাদের দরকার।

পাশেই এক রিকশো শ্রমিক ঝাঁজিয়ে উঠলেন এ সরকার অমাদের পেটের ভাত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যতই হুমকি দিক সবাই এই বনধ্‌কে সমর্থন জানাবে।

বাজারের থলেটা নিয়ে এক সরকারি কর্মচারী দেখালেন আমাকে—লিখুন ৩০০ টাকার মাল, থলে অর্ধেক হয়নি। মোদি সরকার তো ভোটের আগে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পিঁয়াজ তো ৭০ টাকা। হু-হু করে বাড়ছে জিনিসের দাম। জেনে নিন রাজ্য সরকার যতই ফতোয়া দিক জোর করে ধর্মঘটকে ব্যর্থ করা যাবে না।

শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে। বিপন্ন শিল্প, বিপন্ন শ্রমিকশ্রেণি। যেটুকু বেঁচে আছে সেখানে তৃণমূলি দাদাদের তোলাবাজির দাপটে বন্ধ করে পালাচ্ছে মালিক। পরিবর্তনের এই ৫০ মাসে আসানসোল, দুর্গাপুরে ২৩টি কারখানার দরজা বন্ধ হয়েছে। সরাসরি কাজ হারিয়েছেন ১১ হাজার শ্রমিক। কাজ পেতে টাকা দিতে হচ্ছে শ্রমিকদের। শ্যাম সেল বন্ধ হওয়ার মুখে। এর ফলে কাজ হারাবে আরও ১১ হাজার শ্রমিক। এই চার বছরে শিল্পাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ক্ষোভে ফুঁসছে শ্রমিক। জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি শিল্পাঞ্চল।

১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ১১ টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও গণ-সংগঠনগুলি। ১৫ দফা দাবি যেন সর্বস্তরের মানুষের দাবি হয়ে উঠেছে। তাই যতই আর একটা কর্মনাশা দিন বলে গলা ফাটানো হোক, তাতে চিঁড়ে ভিজবে না। এ যে রুটি-রুজির লড়াই। এ লড়াই সফল হবে। হৃদ্‌পিণ্ডের কাঁপন ধরাবে শাসকের।

কৃষকদের নবান্ন অভিযান

পুলিশি বর্বরতার ধিক্কার জেলার সর্বত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ২৭ আগস্ট কলকাতার রাজপথ রক্তাক্ত হলো পুলিশের নির্মম আক্রমণে। বামপন্থীদের শান্তিপূর্ণ নবান্ন অভিযানে পুলিশের লাঠি, ইটের ঘায়ে রক্তাক্ত হলো পাঁচশত মানুষ। তবু মানুষ পুলিশের কাছে মাথা নত করেনি। ১৭টি বামপন্থী সংগঠনের ডাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ খাবারের দাবিতে, অত্মঘাতী কৃষক পরিবারদের সহায়তার দাবিতে পথে নামে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিসে উপস্থিত না থেকে পুলিশ দিয়ে রক্তাক্ত করেন রাজপথ।

নিরপরাধ মানুষের ওপর পুলিশের নির্বিচার লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় সি পি আই(এম) শহর জোনাল কমিটি ২৮ আগস্ট রেল স্টেশন চত্বরে। বিক্ষোভের খবর কানে আসতেই হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন। বিক্ষোভসভায় সভাপতির ভাষণে আইনুল হক বলেন, ২৭ আগস্ট পুলিশ নবান্ন অভিযানে গুণ্ডাগিরি করেছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জোনাল সম্পাদক তাপস সরকার, যুবনেতা অঞ্জন বিস্বাস, শৌভিক চট্টরাজ প্রমুখ।

জেলার প্রতিটি গঞ্জ ও শহরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মানুষ। প্রত্যেকেই পুলিশের তৃণমূলি ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন। শপথ নেন ২০১৬ সালে পুলিশের লাঠি, বোমা, মিথ্যা মামলার জবাব দেবেন ব্যালটে।

পুলিশের বর্বতার শিকার বর্ধমানের ৩০১ জন। এর মধ্যে ৫ জনের অবস্থা গুরুতর। সকলকে বেসরকারি চিকিৎসা ক্রয় করতে হচ্ছে। রায়না থানার মিতালি মালিককে পুলিশ রাস্তায় ফেলে বেধরক পেটায়। এখানেই থেমে থাকেনি পুলিশ। তাঁকে বুটের লাথি মেরে অজ্ঞান করে দেয়। তিনি এখন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ২৯ আগস্ট তাঁকে দেখতে যান মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, সাধনা মল্লিক, শিবানী ভৌমিক, ভারতী ঘোষাল প্রমুখ।

জেলার গুসকরা, দুর্গাপুর, আসানসোল, বুদবুদে বিক্ষোভসভার খবর পাওয়া যায়। প্রতিটি সভায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিড় জমিয়েছে। রাগে ফেটে পড়েছে মানুষ। কার্যত পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর পদলেহন করছে।

নবান্ন অভিয়ানে পুলিশের লাঠিচার্জে ৫০০ কৃষক জখম ও টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মেমারি সি পি আই(এম)-র ডাকে একটি ধিক্কার মিছিল হয়। মিছিলে নবান্ন অভিযানে বামপন্থীদের ওপর বর্বরোচিত লাঠিচার্জের নিন্দা করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সি পি আই(এম) নেতা সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার, পীযূষ বিশ্বাস, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ।

২৮ আগস্ট গুসকরা লোকাল কমিটির উদ্যোগে তিন শতাধিক মানুষের এক মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষক-শ্রমিক প্রভৃতি সংগঠনের কর্মীরা এই মিছিলে হাজারি ছিলেন। মিছিল থেকে পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানানো হয়।

মিছিলের সম্মুখভাগে ছিলেন সি পি আই(এম) জেলা কমিটির সদস্য আলমগীর মণ্ডল, সুসাহ গরাই, অপল মাজি, নারান ঘোষ প্রমুখ।

খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ আগস্ট : সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সাথে সাথে বর্ধমান জেলাতেও স্মরণ করলো ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের অমর শহিদদের। আজ জেলার সবত্রই বামপন্থী দলও গণ-সংগঠনের উদ্যোগে শহিদ দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে খাদ্য আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করা হল। ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে খুদার্ত মানুষের মিছিলে অতর্কিত হামলা করে শুধু লাঠি পেটা করেই ৮০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল বিধান রায় সরকারের পুলিশ। সেদিনের পুলিশি নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা গণ-আন্দোলনকে দমন করতে পারেনি, গণ-আন্দোলন দৃঢ় প্রত্যয়ে উত্তাল তরঙ্গের রূপ নিয়ে ছিল ষাটের দশক জুড়ে। ৬৬তে কেরেসিনের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনে শহিদ হয়েছিল দুই স্কুল ছাত্র আনন্দ হাইতে ও নূরুল ইসলাম। উত্তাল গণ-আন্দোলন স্বৈরাচারি কংগ্রেস সরকারকে উটপাটিত করেছিল রাজ্যের শাসন ক্ষমতা থেকে। সেই ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের শহিদ স্মরণে সেদিন থেকেই পালিত হয় শহিদ দিবস। প্রতি বছরের মতো বর্ধমানে এবারেও পালিত হল। তবে ম্যাণ্ডেলা পার্কে স্থায়ী শহিদ বেদি স্তম্ভে নয়। পার্কের সামনে অস্থায়ী শহিদবেদির সামনে। ম্যাণ্ডেলা পার্কের উন্নয়নের নামে প্রশাসন ও সরকার শহিদবেদি স্তম্ভের কাঠামোর চারপাশকে যেভাবে খুড়ে রেখেছে তাতে সেখানে

—এরপর চারের পাতায়

প্রাথমিক টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস

পথে নামলো ছাত্র-যুবরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ আগস্ট : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে রিভিউ-এর রেজাল্ট প্রকাশের দাবিতে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর তৃণমূলি সমাজবিরোধীদের আক্রমণের প্রতিবাদে এবং প্রশাসনিক গাফিলতিতে প্রাইমারি টেট পরীক্ষা বাতিলের প্রতিবাদে এদিন এস এফ আই এবং ডি ওয়াই এফ আই-এর যৌথ উদ্যোগে ছাত্র-যুবরা পার্কাস রোড থেকে মিছিল করে বর্ধমান স্টেশনে সমবেত হন। ছাত্র-যুবরা পথ অবরোধ করেন। বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়।

এস.এফ.আই-এর জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে বলেন, কেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো? আসলে এটা তৃণমূলিদের টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে প্রশ্নপত্র পাচার করা। এসবই পর্ষদ চেয়ারম্যান ও শিক্ষামন্ত্রীর জানা। সবক্ষেত্রে চলছে অরাজকতা। আমরা মনে করি ৪ অক্টোবর যে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে কার্যত তা ধোঁয়াশা এবং ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে। তিনি গত ২১ আগস্ট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল মদতপুষ্ট এক শিক্ষাকর্মীর এক ছাত্রীকে লাথি মারার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।

ডি ওয়াই এফ আই-এর জেলা সভাপতি প্রলয় আইচ জানান, শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার—নৈরাজ্যের সরকার। প্রাথমিক টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত আজ অন্ধকারে। সরকার সতর্ক না হলে আগামী দিনে গোটা পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-যুবরা রাস্তায় নেমে রাজ্যের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করে দেবে।

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০১৫

প্রকাশিত হবে মহালয়ার আগেই

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে

অবিলম্বে অর্ডার দিন।

কৃষকের আত্মহত্যা মন্তেশ্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ আগস্ট : চাষ করে লোকসান আর লোকসান। সেই লোকসানের চাপ নিতে না পেরে ২৬ আগস্ট সকালে নিজের ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক কৃষক। মৃত বাপি ওরফে হৃদয় বাগ(৩৫)-এর বাড়ি মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত গাবরুপুর গ্রামে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

বাপি বাগের নিজস্ব আট বিঘা ধানি জমি রয়েছে। তার পরিবারে বৃদ্ধা বাবা-মা, ছোট ভাই-বোন, স্ত্রী এবং দুই শিশু পুত্র আছে। বিগত কয়েক বছর থেকেই অভাবি মূল্যে ধান বিক্রি হওয়ায় বাপি বাগের ঋণ দিন দিন বাড়ছিল। এই ঋণের উপর আবার ঋণ নিয়ে তিনি জমিতে আমন চারা রোপণ করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালের

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৩১ আগস্ট, ২০১৫

জমি বিল : পিছু হটতে বাধ্য হল মোদি সরকার

তিন-তিনবার অর্ডিন্যান্স জারি করেও জমি অধিগ্রহণ বিলকে আইনে পরিণত করায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বিলটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হল কেন্দ্রের মোদি সরকার। কৃষকের স্বার্থ সম্পর্কে সরকারের কোনো নতুন উপলব্ধি নয়, রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায়, সংসদীয় কমিটির ৯০ শতাংশের সম্মতি না থাকায় এবং সর্বোপরি বিরোধীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের ফলেই আর চতুর্থ অর্ডিন্যান্সের পথে হাঁটলেন না মোদিজি। ভালোমানুষ সেজে বিলটি তুলে নিয়ে রাজ্যগুলিকেই জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের কথা বললেন তিনি।

ইউ পি এ-২ সরকার ২০১৩ সালে যে আইন জারি করে, তাতে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকদের সম্মতি, সামাজিক সমীক্ষা, বেসরকারিকরণ ও অধিগ্রহণে বাধানিষেধ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের নানা ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই একগুচ্ছ সংশোধনী এনে সম্মতি, সামাজিক সমীক্ষার শর্ত যেমন তুলে দেয়, তেমনই বেসরকারি সংস্থার জন্য জমি অধিগ্রহণের পথ অবারিত করে দেওয়া হয়। রেলপথ এবং এক্সপ্রেসওয়ের দুপাশের এক কিলোমিটার এলাকায় জমি অধিগ্রহণের অবাধ সুযোগ করে দেওয়া হয়। ফলে বিপুল সংখ্যক কৃষকের জীবন-জীবিকা বিরাট সংকটের মুখে পড়ে।

এই সর্বনাশা বিলের বিরুদ্ধে তাই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিই শুধু নয়, কৃষক সংগঠনগুলিও দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে। সি পি আই(এম) সহ বামপন্থী দলগুলি এবং বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

কৃষকের উর্বর জমি কেড়ে নিয়ে মুষ্টিময় ধনীদের মুনাফা অর্জনের পথকে অবারিত করার কেন্দ্রীয় তথা বিজেপির প্রয়াস আপাতত ব্যর্থ হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করার কারণ নেই। বৃহৎ বেসরকারি স্বার্থের প্রতিভূ বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জারি রাখতে হবে। অন্যথায় আবার তারা যে-কোনো জনবিরোধী সিদ্ধান্তের পথে এগোতে পারে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. দূরবিন কে আবিষ্কার করেন? কবে তা প্রকাশ্যে আসে?
২. বাষ্পীয় ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন? কবে তিনি প্রয়াত হন?
৩. মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে হাজারদুয়ারির প্রাসাদের ভিত্তিপ্রস্তর কবে কে করেন? কত বছরে এই প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল?
৪. সুভাষচন্দ্র বসু নেতাজি কবে হন? কেন?
৫. আজাদ হিন্দ ফৌজ কে কবে গঠন করেছিলেন?
৬. মাদার টেরেজা কত সালে ভারত রত্ন পান? কত সালে নোবেল পুরস্কার পান? কবে তাঁর জন্ম?
৭. 'গিনিজ বুক অব রেকর্ডস' নামক বইটি কার লেখা? কবে প্রথম প্রকাশিত হয়? পাতা কত ছিল?
৮. মালদাভিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৯. জাতীয় ক্রীড়াদিবস হিসাবে কার জন্মদিনটিকে বেছে নেওয়া হয়? তাঁর কবে জন্ম?
১০. বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত কবে জন্মগ্রহণ করেন? কবে তাঁর ফাঁসি হয়?
১১. খাদ্যের দাবিতে কলিকাতায় ২ লক্ষ মানুষের মিছিলে পুলিশ লাঠি চালিয়েছিল কবে? কত মানুষের সেদিন মৃত্যু হয়েছিল?
১২. মালয়েশিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

মণ্ডল কমিশন আন্দোলনের রজতজয়ন্তী

স্বাধীনতার স্বপ্ন, আমার দেশ!

শিবানন্দ পাল

প্রতি বছর আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ কাছে এলেই স্বাধীনতা দিবস পালনের হুজুগে আমরা কিছুটা নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হই। কত শহিদের জীবনের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দেশের হলটা কী? এখনও অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না। পরনে ছিন্ন বস্ত্র, বাসস্থানের গল্পই নেই। উঁচু উঁচু ফ্লাইওভারের নিচে তাদের বাস। স্বাধীনতার সময় মানুষ কত কীই না স্বপ্ন দেখেছিল। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হাতে পেলাম, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেলাম না! স্বাধীনতা দিবসের আনন্দে এসব কথা দু-দিন চর্চা করবার সুযোগ মেলে, তারপর আবার সব ভুলে যাই।

অনেকের মনে আছে মন্ডল কমিশনের কথা। ১৯৯০-র স্বাধীনতা দিবসের দু দিন আগে মন্ডল কমিশন লাগু করা হয়েছিল। উদারীকরণ শুরুর বছর ছিল সেটা। এই হিসেবে ২০১৫ মন্ডল কমিশনের রজতজয়ন্তী বছর। আবার উদারীকরণেরও রজতজয়ন্তী বর্ষ। তাই মন্ডল কমিশন এবং উদারীকরণের কিছুটা মূল্যায়ন করা যেতেই পারে। কারণ শুধু শাসকদলকে ক্ষমতায় রাখার জন্যই তো মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়নি! অপরদিকে ক্ষমতায় থাকার জন্যই শাসকদল উদারীকরণের রাস্তায় যাত্রা শুরু করেছিল।

মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার বিষয়টি ভাবা হয়েছিল এজন্য যে দেশের মানুষের একটি বিরাট অংশ হাজার হাজার বছর ধরে সমাজে স্থায়ী ভাবে পিছিয়ে পড়েছিল।

১৯৫০-৬০-র দশকে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে উচ্চবর্ণের মানুষই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তখনও পর্যন্ত দলিত অথবা পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের কাউকে রাজ্যের মুখ্যন্ত্রীর চেয়ারে বসানো যাবে এমন কথা কেউ ভাবতেন না। অথচ দাবিটা উঠেছিল। তামিলনাড়ুর আন্নাদুরে, উত্তরপ্রদেশের চৌধুরী চরণ সিং, বিহারে কর্পূরী ঠাকুরের মতো নেতাদের জন্য বিষয়টি বারবার উত্থাপন হচ্ছিল। গুরুত্ব পাচ্ছিল না। ১৯৯০-এর দশকে রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের সময়ে এবং নির্বাচনে টিকিট বিলি করবার সময় বিষয়টি সকলের সামনে আসে এবং গুরুত্ব পায়। কারণ সংখ্যাতত্ত্বের নিয়মে বিধানসভায় শক্তির ভারসাম্য অনেকটাই এসে গিয়েছিল দলিত ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের হাতে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে ভাবতে বাধ্য করেছিল বিষয়টি। রাজনীতি ও সমাজ একই মুদ্রার দুই পিঠ। রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি বিনা কোনও সামাজিক পরিবর্তন হয় না।

ভারতে পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের জন্য প্রথম দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল জহরলাল নেহেরুর সময়ে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কাকা কালেলকর-এর নেতৃত্বে ২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৩ পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। দু-বছর পর ৩০ মার্চ, ১৯৫৫ কালেলকর কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু তৎকালীন সংসদের প্রতিনিধিরা এই রিপোর্টকে গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেন। ফলে আলোর ফুলকি থেকে অগ্নিশিখা তৈরি হতে ভাল সময় পেয়ে যায়। ১৯৫৫ থেকে বিষয়টি বারে বারে সংসদ সদনকে ধাক্কা দিয়েছে এবং বিফল হয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছে।

স্বাধীনতার পর দেশের একচ্ছত্র শাসক কংগ্রেস দল বিষয়টিকে মোটেও গুরুত্ব দেয়নি। ভারতের প্রথম অকংগ্রেসি জোট জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোররাজী দেশাই ১৯৭৮-এর ২০ ডিসেম্বর সংসদে বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ মন্ডলের নেতৃত্বে এই বিষয়ে ন'টি কমিশন তৈরির কথা ঘোষণা করেন। মন্ডল কমিশন ২১ মার্চ, ১৯৭৯ কাজ শুরু করে এবং ১২ ডিসেম্বর, ১৯৮০ তাদের অন্তিম রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু তখন কেন্দ্রে ক্ষমতা হারিয়েছে জনতা সরকার। ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন জহরলাল নেহেরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। পূর্বের কংগ্রেস সরকারগুলির ন্যায় তাঁর মন্ত্রীসভাও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে না।

মন্ডল কমিশন শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেশের পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়গুলির জন্য ১১টি সুপারিশ করেছিল। বিচার বিশ্লেষণ কালে তাঁরা দেখেছিলেন সারা ভারতে তখন ৩,৭৪৩টি পশ্চাৎপদ জাতির বাস আছে, যা তৎকালীন জনসংখ্যার বিচারে ৫২ শতাংশ। ভারতে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে পশ্চাৎপদ জাতিকে জনগণনার সময় বিশেষভাবে চিহ্নিত করা শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে কালেলকর কমিশন ২৩৯৯টি জাতিকে পশ্চাৎপদ এবং ৪৮৩ টি জাতিকে অতি পশ্চাৎপদ বলে চিহ্নিত করেছিল।

মন্ডল কমিশন আরো সুপারিশ করে যে সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে পশ্চাৎপদ জাতির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ থাকা উচিত। তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য আগে থেকেই ২২.৫ শতাংশ সংরক্ষণ লাগু ছিল। অর্থাৎ মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হলে সরকারি চাকরির ৪৯.৫ শতাংশ পশ্চাৎপদ, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সমূহের আওতায় চলে যাবে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়। গোটা দেশে বিষয়টিকে ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। যদিও তা সার্বিক প্রভাব সৃষ্টি করে না।

১৯৯০ সালের ১৩ আগস্ট কেন্দ্রে ভি পি সিং-এর নেতৃত্বাধীন জোট জনতা সরকার এই সুপারিশ কার্যকর করার কথা ঘোষণা করলে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। উচ্চবর্ণের শিক্ষিত যুবকরা মনে করেন এই আইন তাঁদের জীবনের উন্নতির পথে হিমালয়সদৃশ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজীব গোস্বামী সমগ্র দেশকে চমকিত করে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে। দেশে এসময়ই বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলির দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছিল। একটি চ্যানেলের সৌজন্যে ভারতীয় টিভি দর্শক সেই প্রথম ঘরে বসে দেখতে পান দেশের রাজধানী শহরে শিক্ষিত এক যুবক মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর না করার দাবিতে গায়ে আগুন লাগিয়ে রাজপথে ছোটাছুটি করছে, আর পুলিশ তাকে অনুসরণ করছে যাতে তার গায়ের আগুন নেভানো যায়। স্বাভাবিকভাবেই এ দৃশ্য সমগ্র দেশে দুরন্ত প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। অনেক জায়গায় অবস্থা সামলাতে পুলিশকে কার্ফু লাগাতে হয়।

রাজীব গোস্বামী ওই সময় কোনও রকমে বেঁচে যান। কিন্তু অসহায় অবস্থায় আরো ১৪ বছর বেঁচে ছিলেন। ওই সময় সুরেন্দ্র সিং চৌহান নামে আরো একজন ছাত্র একই কারণে আত্মহত্যা করেছিলেন। আবার একই সময়ে দেশে রামজন্মভূমি আন্দোলনটিও ছাড়পত্র পায়। স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রামজন্মভূমি আন্দোলন গতি পেয়ে গেল। সারা দেশ থেকেই নানা রকম হিংসাশ্রয়ী ঘটনার খবর আসছিল। সামাজিক প্রতিটি বিষয় আক্রান্ত হল এবং এই দুটি বিষয়ই জাতীয় ভাবধারার মধ্যে ধর্মীয় শত্রুতার বাতাবরণ তৈরি করতে শুরু করল দ্রুত। সমস্ত ঘটনা দিল্লির শাসককুলের টনক নড়ালেও হুকুমের কোনও রদবদল হল না। ঘায়ের জ্বলনে মলম লাগানোর মতো ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ আইনে সামান্য কিছু সংশোধন করা হয়।

গত ২৫ বছরে সরকারি দপ্তরগুলোতে কাজের ধারায় বহু পরিবর্তন হয়েছে। এই সময় সামাজিক পটপরিবর্তনের মধ্যে যে শূন্যতার জন্ম হয়েছিল তা খুব শীঘ্র ভরে গিয়েছিল। ভারতীয় গণতন্ত্রে গর্ব করার মতো বিষয় যে লাখ খানেক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও ভাবতে হচ্ছে দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তি কি তাতে মজবুত হয়েছে?

ভি পি সিং-এর পর গদিতে আসীন হন পি ভি নরসিংহ রাও। আবার সেই কংগ্রেস সরকার। অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের হাতে ভারতীয় অর্থনীতিতে সংস্কার পর্ব শুরু হল। ভারতীয় কর্পোরেট জগত নিজেদের বদলাতে শুরু করল। একই সাথে বিদেশি কোম্পানিগুলি ভারতের মাটিতে পা রাখতে শুরু করল। নতুন কর্পোরেট আর ব্যবসায়ী মহলে নতনু কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হল। পাশাপাশি একই সময়ে একই সাথে শিক্ষিত নব্য যুবসম্প্রদায়ের সংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করল দ্রুত। এই বৈপরীত্য আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে শিক্ষিত যুবকদের হাতে কাজ জোটাবার মতো সংস্থান উদারীকরণ অর্থনীতির একেবারেই নেই।

পাশাপাশি কৃষিপ্রধান দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও কৃষকের অবস্থা দিন দিন সীমাবদ্ধ হয়েছে। সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাধীন দেশের এখন সব থেকে বড় সমস্যা। টেট পরীক্ষায় কত জন ছাত্রছাত্রী সামিল হচ্ছেন? কতজন চাকরি পাবেন! প্রশ্ন চুরি, চাকরি কেনাবেচা ইত্যাদি সব ধরনের সমস্যা নিয়ে ব্যাপম কেলেঙ্কারির তদন্তভার সি বি আই-এর হাতে দিয়েও আরো অনেক কেলেঙ্কারির জন্ম হবে আগামী দিনে।

'মেরা ভারত মহান!' বলেছিলেন এক নেতা, আজ কমন্ডুলে ভর দিয়ে আর একজন বলছেন, 'স্বচ্ছ ভারত গড়ব!' উপদেশ আর নীতি পাশাপাশি দুটি রেললাইনের মতো শুয়ে আছে, এদেশে যা কোনদিন মিলবে না, এভাবে মেলে না। দেশ এগিয়ে চলবে কী ভাবে? স্বাধীনতার স্বপ্ন, আমার দেশ!

পাঠকের কলম — মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

শুধু ইঁট দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না

গত ২৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখে আপনার পত্রিকায় 'দেওয়ান মানিকচাঁদ বর্মণ' শিরোনামে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে ১৭ আগস্ট, ২০১৫ 'দেওয়ান মানিকচাঁদ তোরণ নয় ওটি নূরজাহান তোরণই' শিরোনামে আপনার পত্রিকায় একটি পত্র প্রকাশিত হয়। যাতে পত্রলেখক লিখেছেন, মানিকচাঁদের বাড়ির ইঁটের সঙ্গে উল্লিখিত তোরণের ইঁটের মিল নেই, তাই এটা নূরজাহান গেট। দেওয়ান মানিকচাঁদের বর্তমান বংশধরগণ হলেন দিলীপ বর্মণ, রাধাকান্ত বর্মণ, প্রদীপ বর্মণ, প্রেমচাঁদ বর্মণ, ফটিকচাঁদ বর্মণ, সমীরচাঁদ বর্মণ, রতনচাঁদ বর্মণ প্রমুখ। এই বর্মণ বংশ এই স্থানে একনাগাড়ে সতেরো পুরুষ ধরে বসবাস করছেন। তাদের মৌখিক ইতিহাসের (Oral history) সাক্ষ্যে জেনেছি যে, এই তোরণটি দেওয়ান মানিকচাঁদ নিজস্ব ভবনের প্রধান ফটক হিসেবে তৈরি করিয়েছিলেন। মুখের কথার ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই আমি এই তথ্য তুলে ধরেছি। কিন্তু পত্রলেখক লিখেছেন যেহেতু তোরণের ইঁটগুলি পাতলা তাই তা মানিকচাঁদের থেকে অন্তত একশত বছরের প্রাচীন হবে। তর্কের খাতিরে যদি মেনে নিই এই তোরণটি মানিকচাঁদের থেকেও একশত বছরের প্রাচীন, তবে কি প্রমাণ হয় এটি নূরজাহান গেট? তিনি কীভাবে এটা আবিষ্কার করলেন ঠিক বোঝা গেল না। কোনও উপযুক্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তি পাওয়া গেল না। মানিকচাঁদের বংশধরদের মুখে মুখে বংশ পরম্পরায় চলে আসা এই ঐতিহাসিক তথ্য তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। ইতিহাস বস্তুটি অত সহজ নয়। ইতিহাসে প্রমাণ চাই। ঐ তোরণের সমকালীন প্রমাণ। একই স্থাপত্যে অনেক সময়েই পাতলা ও মোটা ইঁট ব্যবহার হতে দেখা যায়। তাই ইঁট দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না।

—**সর্বজিৎ যশ**
জি.এন.মিত্র লেন, বর্ধমান

খাদ্য সুরক্ষার ফর্ম বিলির সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে ডেপুটেশন বর্ধমানে ও রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট : গরিব মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা এখন এলাকার তৃণমূলি নেতাদের পকেটে। বামপন্থীদের চাপে তৎকালীন ইউ.পি.এ-২ সরকার খাদ্য নিরাপত্তা আইন চালু করে। বর্তমানে মোদি সরকার ২ টাকা কেজি দরে চাল অথবা গম দেওয়ার জন্য গরিব মানুষের জন্য সবুজ ফর্ম দিয়ে নাম নথিভুক্তকরণ করতে চাইছে। একেই হাতিয়ার করে রাজ্যের শাসক দল ভোটে আনুগত্য পেতে চাইছে। এতেই বাদ পড়েছে প্রকৃত প্রাপকরা। সরকারি অফিসে ফর্ম বিলি না হয়ে তৃণমূলের দলীয় অফিসে ফর্ম বিলি হচ্ছে। সরকার নির্ধারিত ৩১ আগস্টের মধ্যে সমস্ত যোগ্য প্রাপকদের নাম নথিভুক্ত সম্ভব নয়। খাদ্য নিরাপত্তা যাতে যোগ্য প্রাপকরা পায় এবং ১১ দফা দাবি নিয়ে সদর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটি।

ফর্ম কারা বিলি করছে, কোথায় দেওয়া হচ্ছে তা কিছুই জানেন না মহকুমা শাসক। তবু নেতৃবৃন্দকে তিনি ১১ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বিকেলে কার্জনগেটে এক বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন পুরপতি আইনুল হক, তাপস সরকার, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা প্রকৃত প্রাপকরা যদি বঞ্চিত হন তাহলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন ও প্রশাসনিক ভাবে ফর্ম বিলির আরও এক মাস সময় বৃদ্ধির দাবি জানান।

রানিগঞ্জ থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ২৬ আগস্ট রানিগঞ্জে সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমাণে ফর্ম দেওয়া ও জমা দেওয়ার দিন আরো বাড়ানোর দাবিতে ও কোনো গরিব মানুষের নাম যাতে খাদ্য সুরক্ষা তালিকা থেকে বাদ না যায় তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে রানিগঞ্জ পুরসভায় আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। উপস্থিত ছিলেন রুনু দত্ত, সুপ্রিয় রায়, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

এদিন একই দাবিতে জেমেরী গ্রাম পঞ্চায়েত ও তিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতেও ডেপুটেশন দেওয়া হয় গ্রাম প্রধানকে। নেতৃত্বে ছিলেন দেবীদাস ব্যানার্জী, পূর্ণদাস ব্যানার্জী, পরেশ মণ্ডল, রমা বাউরী, বিকাশ মাজি, লক্ষণ ধীবর প্রমুখ। তৃণমূলের পক্ষ থেকে পুরসভায় খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে ডেপুটেশন বানচাল করার চেষ্টা করা হলেও তা বিফল হয়।

কাটোয়ায় তৃণমূলকর্মীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া, ৩০ আগস্ট : পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার পর কাটোয়াতে বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের চরিত্র দেখে প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দারা মনে করেছেন রীতি মত বোমা তৈরির কারখানা হয়ে উঠেছিল কাটোয়ার গাফুলিয়া গ্রাম। তৃণমূলকর্মী জিলু রহমান ওরফে কালু শেখের বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরেই বোমা তৈরির কাজ চলছিল। ৩০ আগস্ট রাতে ঐ বাড়িতে বিস্ফোরণের পরে এদিন সকালে ঘটনাস্থলে যায় সি আই ডির একটি তদন্তকারীদল। এদিন রাতেই কাটোয়া থেকেই বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই তৃণমূলি দুষ্কৃতীকে আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, আরও একজনের মৃতদেহ লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিক তৃণমূলি দুষ্কৃতী কালু শেখ বিস্ফোরণের পর থেকেই ফেরার। বিস্ফোরণে আহত দু'জনকে সঙ্গে নিয়েই সে পালিয়ে গেছে বলে জেনেছে পুলিশ। আহত তৃতীয় দুষ্কৃতী আলিমুদ্দিন শেখকে কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাফুলিয়া গ্রামের মানুষ চাইছেন ঘটনার প্রকৃত তদন্ত হোক। গ্রামের মানুষজনই নিজেরা গণস্বাক্ষর করে পুলিশের কাছে ডেপুটেশন দেন এবং অপরাধীদের শাস্তির দাবি জানান।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীদের সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, অণ্ডাল, ৩০ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে অণ্ডালে চিত্তরঞ্জন রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে 'সংস্কৃতি ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিপরীতে আমাদের পথ চলা' বিষয়ের উপর এক সেমিনার হয়। এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অঞ্জন বেরা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সলিল ভট্টাচার্য। পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

চারুকলা শিল্পী ও শিল্প সংস্থাদের অনুদান প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে চারুশিল্প চর্চারত গুণী শিল্পী—যাঁরা আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে পারছেন না; যে সব প্রবীণ শিল্পী অবসরপ্রাপ্ত অথবা বর্তমানে শারীরিক কারণে শিল্পচর্চায় অক্ষম, তাঁরা এই প্রকল্পে নিচের বিবরণসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে পারবেন।

১) নাম (২) বয়স (৩) পিতা/স্বামীর নাম (৪) স্থায়ী ঠিকানা এবং ফোন নং (৫) শিক্ষার্থী কাল থেকে শিল্পী জীবনের পূর্ণ বিবরণ (৬) ব্যক্তিগত বা যৌথ প্রদর্শনী করেছেন কিনা (বিবরণ সহ) (৭) নিজস্ব ও পারিবারিক মাসিক আয় (৮) আবেদনকারীর উপর নির্ভরশীল পরিবারের লোকসংখ্যা ও সম্পর্ক (৯) অন্য কোনো সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য পান কিনা, পেলে তার বিবরণ (১০) আর্থিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার কীভাবে করবেন (১১) ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের বিবরণ : ক) নামের বানান (ইংরেজি) (খ) ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা (গ) IFSC Code।

আবেদনপত্রের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট শিল্পকর্মের আলোকচিত্র (কমপক্ষে ৫টি) এবং স্থানীয় লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য / পৌরপ্রধান / জেলা পরিষদের সভাধিপতি / পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি / পঞ্চায়েত প্রধান অথবা কোন 'ক' বর্গীয় সরকারি আধিকারিক-এর সুপারিশ জমা দিতে হবে। ভোটের সচিত্র প্রমানপত্র / আধার কার্ডের জেরক্স কপি জমা দিতে হবে।

চারুশিল্প ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত ও দুই বছরের বেশি সময় অনুশীলনরত / কর্মরত সংস্থাগুলিকে অনুদানের জন্য চলতি বছরের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ নিচের বিবরণ অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

১) সংস্থার নাম, স্থায়ী ঠিকানা এবং ফোন নং, (২) সংস্থাটির নিবন্ধিকরণের নং ও বছর (জেরক্স কপি সহ), (৩) সংস্থাটি কত বছর কর্মরত, (৪) কতজন শিল্পী, সংস্থায় কর্মরত, (৫) নিজস্ব স্টুডিও আছে কিনা, (৬) সংস্থার নিয়মাবলী ও বিভিন্ন পদাধিকারীর নাম, স্থায়ী ঠিকানা এবং ফোন নং, (৭) অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর বিবরণ (প্রমানপত্র সহ), (৮) সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় পর্যালোচনা, বিশিষ্ট সমালোচকদের সমালোচনা (প্রমানপত্রসহ), (৯) পূর্বে সরকারি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকলে তার পূর্ণ বিবরণ, (১০) বর্তমানে যে প্রকল্পের জন্য আর্থিক অনুদান প্রয়োজন তার পূর্ণ বিবরণ, (১১) সংস্থার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের বিবরণ—ক) নামের বানান (ইংরেজি), (খ) ব্যাঙ্কের নাম ও শাখা, (গ) IFSC Code।

- আবেদনপত্রে স্থানীয় লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য / পৌরপ্রধান / জেলা পরিষদের সভাধিপতি / সংশ্লিষ্ট জেলা / মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক-এর সুপারিশ থাকতে হবে।
- অনুদান মঞ্জুর করার আগে বা পরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার অধিকার বিভাগের থাকবে। অনুসন্ধানকারী আধিকারিককে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা আবেদনকারীর নিকট প্রার্থনীয়।
- কোনোও আর্ট স্কুল / কলেজ এই প্রকল্পের আওতায় পড়বে না।

যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র স্থানীয় জেলা / মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া সরাসরি সদস্য সচিব, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চারুকলা ভবন, ১/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ এই ঠিকানায় পাঠানো যাবে।

দূরভাষা : (০৩৩)২২২৩৫৩১৭, দুপুর ১২.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০।

Memo No.: 178(103)/ICA/BDN(ADVT), Dated : 20/08/2015

উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই সকল তথ্য ও শিল্পকর্মের আলোকচিত্রসহ আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ দিন - ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

অধ্যাপক প্রিয়ব্রত দাশগুপ্তকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ আগস্ট : গবেষক, প্রাক্তন অধ্যাপক প্রিয়ব্রত দাশগুপ্তর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল আজ জাগরী সভাকক্ষে। সভার আহ্বান করেছিলেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আন্দোলনের নেতা সুধীর রায় ও

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্মরণ অনুষ্ঠানে প্রয়াত দাশগুপ্তর সহকর্মী, ছাত্র ও গুণমুগ্ধরা তাঁর জীবনের নানা দিকের উপর রেখাপাত করেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি দরদ, ক্রীড়া-প্রেম অনুশাসন, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নিজেকে জাহির না করে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার বিরল গুণাবলীকে তুলে ধরেন। কীভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি তাঁর মহাবিদ্যালয় শ্যামসুন্দর কলেজের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালবাসার মতো মানবিক সত্তাকে জাগরুক করা যায়, তা নিয়ে তিনি সদাই সচেষ্ট থাকতেন। কীভাবে আঞ্চলিক ইতিহাসকে ইতিহাসের মুখ্যধারার সঙ্গে যোগ করা যায় তা নিয়ে চর্চা করতেন। আহরিত জ্ঞানকে সমাজজীবনে মানুষের কল্যাণে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে বিতর্ক করতেন।

এদিনের স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করেন তাঁর দুই পুত্র অঙ্কুশ ও কিংশুক, সহকর্মী ও প্রতিবেশী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ মোহন পাল, দীপকবাবু, তাপস সামন্ত, সেখ সাইদুল হক। প্রাক্তন ছাত্র আব্দুল মালেক, উদয় সরকার, অমল হালদার ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অরিন্দম কোঙার। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুধীর রায়, সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। সভায় তাঁর সহধর্মিণীও উপস্থিত ছিলেন।

কালনায় রক্তদান আন্দোলন সংগঠকের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ আগস্ট : স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনের সংগঠক রাম গোস্বামীর(৬৩) জীবনাবসান হয়েছে। ২২ আগস্ট সিঙ্গারকোনে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রয়াত রাম গোস্বামী সি পি আই(এম)-র সংস্পর্শে আসেন। ১৯৮০ সালে তিনি পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। একসময়ে ডি ওয়াই এফ আই বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি একসময় 'নতুন চিঠি'র সংবাদদাতা হিসেবেও কাজ করেছেন। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সি পি আই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার, সনাতন টুডু, সুকুল শিকদার, সুধীর ঘটক, করুণা ভট্টাচার্য, ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, ১৬০৯ সালের ২৫ আগস্ট; ২। বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট, ১৮১৯ সালের ২৫ আগস্ট; ৩। নবাব নাজিম হুমায়ুনজা, ১৮২৯ সালের ২৫ আগস্ট, ৮ বছর লেগেছিল; ৪। ১৯৪৩ সালের ২৫ আগস্ট, আজাদহিন্দ ফৌজের সর্বাধিক নায়ক হওয়ার জন্য; ৫। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, ১৯৪২ সালের ২৬ আগস্ট; ৬। ১৯৮০ সালে, ১৯৭৯ সালে, জন্ম ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট; ৭। স্যার হিউ বীভার, ১৯৫৫ সালের ২৭ আগস্ট, ১৯৮ পাতা; ৮। ইউরোপ মহাদেশে, ১৯৯১ সালের ২৭ আগস্ট, চিশিনাউ; ৯। হকির জাদুকর ধ্যাঁনচাঁদের জন্মদিন, ১৯০৫ সালের ২৯ আগস্ট; ১০। ১৮৮৮ সালের ৩০ আগস্ট, ফাঁসি ১৯০৮ সালে ১০ নভেম্বর; ১১। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট, ৮০ জনের; ১২। এশিয়া মহাদেশে, ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট, রাজধানী কুয়ালালামপুর।

ভ্রমসংশোধনী : গত ১০ আগস্ট, ২০১৫, ৩৩ সংখ্যায় ২ নং প্রশ্নের উত্তর ভুলবশত ৬১০ সালের ৬ আগস্টের পরিবর্তে ১৮০৬ সালের ৬ আগস্ট লেখা হয়েছিল। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

ডা. বি সি লাহিড়ির স্মরণে চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ আগস্ট : প্রখ্যাত চর্মবিশেষজ্ঞ প্রয়াত ডাক্তার ভবেশচন্দ্র লাহিড়ির নবমবর্ষ প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে এদিন বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেন ডা. বি সি লাহিড়ির পুত্র ডা. কৌশিক লাহিড়ি। তিনি বলেন, আমার পিতা ২০০৬ সালে ৫ আগস্ট প্রয়াত হন এবং ১১ আগস্ট তাঁর জন্মদিন। আগস্ট মাসে জন্ম ও প্রয়াণ দিবসে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন প্রতিটি রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হচ্ছে। প্রতিটি রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এই বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির শুরু হয় ২০১০ সাল থেকে। এদিন দূরদূরান্ত থেকে প্রায় ৪০০ জন রোগীকে চিকিৎসা করেন ডাক্তার কৌশিক লাহিড়ি।

খাদ্য আন্দোলন

—প্রথম পাতার পর

স্মরণসভা সম্ভব ছিলনা। আজ ম্যাণ্ডেলা পার্কের সামনে এদিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ বামপন্থীনেতা কালিশঙ্কর পাল। শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন অরিন্দম কোঙার, আইনুল হক, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, ফরওয়ার্ডব্লকের বরুণ চ্যাটার্জী, আর.এস.পি-র স্বপন ব্যানার্জী সহ বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এদিন স্মরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা অরিন্দম কোঙার বলেন, শত নির্মমতা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ৮০জন মানুষকে লাঠিপেটা খুন করেও গণ-আন্দোলনকে দমন করতে পারেনি। সম্প্রতি ২৭ আগস্ট নবান্ন অভিযানে কৃষক মিছিলে পুলিশ যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মিছিলকারীদের উপর হামলা করেছে তাতে আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘট সাফল্য লাভ করবে। গণ-আন্দোলনের জোয়ারে রাজ্যের স্বৈরাচারি তৃণমূল সরকারের অবমান ঘটিয়ে মানুষ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। এই কর্মসূচিটি জেলার সবত্রই যথাযোগ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে।

কৃষকের আত্মহত্যা

—প্রথম পাতার পর

বন্যায় তাঁর জমির আমন চারা ধুয়ে-মুছে সাফ। ফলে বাপি বাগের ঋণ পরিশোধ করার সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। বন্যার পর থেকেই চরম হতাশার মধ্যে দিন যাপন করেছিলেন—জানান মৃতের স্ত্রী ঝুমা বাগ। ঝুমাদেবী স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সহায়িকার কাজ করেন। মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

সি পি আই(এম)-এর মেমারি-২ জোনাল সম্পাদক অশেষ কোঙার জানান, বাপি কৃষকসভার সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কৃষকসভার কর্মীরা এদিন তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান।

কালনার দুই বীরাঙ্গনাকে অভিনন্দন মহিলা সমিতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ আগস্ট : কালনা দুই বীরাঙ্গনা সৌমিতা গোস্বামী ও সুদীপ্তা গোস্বামীর বাড়ি গিয়ে অভিনন্দিত করলো গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির একটি প্রতিনিধিদল। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর। কালনা কলেজের ছাত্রী সৌমিতা ও সুদীপ্তা পুলিশ প্রশাসনের উপর কোনো ভরসা না করে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নিজেরাই ইভটিজারকে পাকড়াও করে। সুমন্ত ঘোষ নামের এক ইউটিজারকে ধরে প্রকাশ্যেই জুটো পেটা করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় তারা। মহিলা নেত্রী এই বীরঙ্গনাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে যে মহলিা নির্যাতন চলছে, তা বন্ধে কালনার মেয়েরাই প্রথম পথ দেখালো। এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ুক গোটা রাজ্য জুড়ে।

পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও বাগিলায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৬ আগস্ট : পঞ্চায়েত দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে প্রধানকে ঘেরাও করে রাখলো বাগিলা গ্রামের পাঁচ শতাধিক মানুষ। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বকেয়া টাকা, আধারকার্ড ও খাদ্য সুরক্ষা তালিকা না দেখানোর অভিযোগে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বেলা ১১টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত প্রধানকে ঘেরাও করে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ এলেও ঘেরাও ওঠেনি। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এসে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি মহঃ সাজ্জাদ, পিতা - মহঃ আলিজাত হরেরডাঙা, পোঃ - বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম মহঃ সাজ্জাদ যা রেশনকার্ডে ভুলবশত মহঃ সাজ্জাদ আনসারি নথিভুক্ত হয়েছে। মহঃ সাজ্জাদ ও মহঃ সাজ্জাদ আনসারি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সাহেব দত্ত, পিতা - রতন দত্ত, বলগোনাচটি, পোঃ - নিত্যানন্দপুর, থানা - ভাতার, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট বর্ধমানের কনিট ২৫ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার সন্তানের(পুত্রের) প্রকৃত নাম হল RITAM DUTTA যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত RITHOM DUTTA নথিভুক্ত হয়েছে। RITAM DUTTA এবং RITHOM DUTTA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বাবলু রায়, পিতা - প্রয়াত অনন্ত রায়, গ্রাম - সানবন্দী, পোঃ - সুনিয়া, থানা - গোঘাট, জেলা - হুগলি। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৬ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম হল অর্ণব রায় (ARNAB RAY) যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত ছত্রপতি রায় (CHATRAPATI RAY) নথিভুক্ত হয়েছে। ARNAB RAY এবং CHATRAPATI RAY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি অসিদা বিবি, স্বামী - সেখ সফিকুল আলম, দুবরাজ দিঘি, পোঃ - বাজেপ্রতাপপুর, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম হল ASIDA BIBI যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত ARSEDA (KHATUN) BIBI নথিভুক্ত হয়েছে। ASIDA BIBI এবং ARSEDA (KHATUN) BIBI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শ্রী ছট্টু শর্মা, পিতা - প্রয়াত অমিত শর্মা, কেশবগঞ্জচটি, গোলাপবাগ মোড়, পোঃ - রাজবাটি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পদবী হল শর্মা ও পিতার নাম প্রয়াত অমিত শর্মা। কিন্তু প্রয়োজনীয় দলিল, নথিতে আমার পদবী মুখার্জী ও পিতার নাম শ্রী প্রণব মুখার্জী নথিভুক্ত হয়েছে। প্রণব মুখার্জীর সাথে আমার মালিক ও কর্মচারীর সম্পর্ক ছাড়া রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র ছট্টু শর্মা, পিতা - প্রয়াত অমিত শর্মা নামে পরিচিত হলাম।

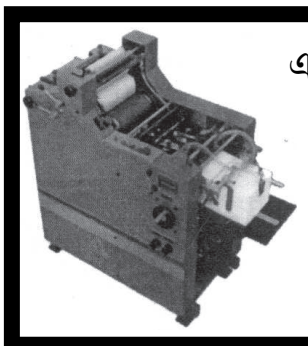

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

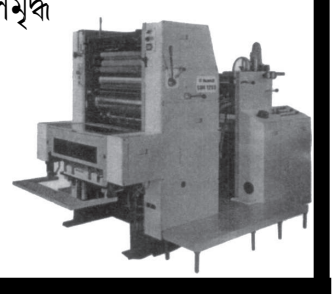

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা